## ধর্মের প্রকৃতি (Nature of Religion):

শিশুকাল থেকে ব্রাহ্ম সমাজের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বিকশিত হয়েছেন। তাই তার ধর্ম সম্পর্কিত চেতনায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ছিলই, পরবর্তীকালে হিন্দুত্বের কিছু বিষয়ও যুক্ত হয়েছিল। পরিণত বয়সে তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত চেতনা আরো বিস্তার লাভ করে এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন 'মানবিক ধর্মে' যা 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্ম কখনও কোন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, উপজাতি, জাতি, রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। মানুষ ধর্মের বিশেষ একটা আকৃতিকে গ্রহণ করতে পারে নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা মতো, কিন্তু পরিণামে প্রকৃত ধর্ম সমস্ত বিশেষ আকৃতিকে অতিক্রম করে যায়।

'ধর্মের সরল আদর্শ' প্রবন্ধে (ধর্ম পৃ৩৭) ধর্মের এই প্রকৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না, তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না; কেবলমাত্র, জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

Scanned by CamScanner

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র। তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা; তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া, আমাদের অন্তর বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল।

যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, যাঁশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা, পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক একজন অধ্যবসায়ী এক এক নতুন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া, ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষ ব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই জন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে, আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।"

রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় সংগঠনগুলি কর্তব্য ভ্রষ্ট হয়েছে। ধর্মের মূল জীবনীশক্তিকে এই সংগঠনগুলি উপেক্ষ করে তার জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করেছে কৃত্রিম ধার্মিকতায়। প্রকৃত ধর্ম প্রচার করে স্বাধীনতা, আর ধর্মীয় সংগঠনগুলি ধর্মকে করে তোলে তাদের সংগঠনের ভৃত্য।

'ধর্ম' গ্রন্থের 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে (পৃ ৭৬) তিনি এ প্রসঙ্গে বলছেন:

"... ধর্মও যখন সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্থ অসাড়তায় নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুর্নবার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে - আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

Scanned by CamScanner

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশঃই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া ওঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে।"

রবীন্দ্র-দর্শনে ধর্ম ও দর্শনকে পৃথক করা সমস্যা বিশেষ। দুই-এরই লক্ষ্য এক। দর্শন হল 'সত্যের দৃষ্টি' (Vision of the real) আর ধর্মের লক্ষ্য হল মানব মনে ঐশ্বরিকতার সঙ্গে একত্বের উপলব্ধি। উভয়েই এক এবং অভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করছে। তবে এই 'নিজের সত্যপ্রকৃতির উপলব্ধি' ঐশ্বরিকতার সঙ্গে 'আত্মার একত্ব' ইত্যাদি বিষয়গুলি বিমূর্ত। অবান্তর বচনের অপব্যাখ্যা যাতে না হয় তার জন্য তিনি নির্দেশ করছেন ধর্মে 'ভালোবাসা'র কথা। অসীমের উপলব্ধি হঠাৎ করে হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের শুরু করতে হবে ভালবাসা দিয়ে। আমাদের জীবন সম্পর্কে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির, আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারে অপরের প্রতি ভালবাসা। বিশ্বপ্রকৃতির সকল প্রাণী, লতা, বৃক্ষ নদী, প্রান্তরের প্রতি মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধই তার মধ্যে জন্ম দেবে এক বিশ্বব্যাপী একত্বের, এক বিশ্বজনীন ধর্মের।

ভালবাসা, ত্যাগ, আন্তরিকতা এবং সরলতা এই দিয়েই তৈরী হয় প্রকৃত ধার্মিকের জীবন। রবীন্দ্রনাথ 'নিষ্পাপ ভালবাসা'র শক্তিতে এতটাই বিশ্বাস করতেন যে তিনি বলেছেন, সাংগঠনিক ধর্মের প্রয়োজনীয় জ্ঞান—ধর্মকেই ধ্বংস করে দেয়। উপমা দিয়ে তিনি বলছেন : পবিত্র মন্দির থেকে শিশুরা ছুটে পালিয়ে গিয়ে ধূলায় বসে খেলছে, ঈশ্বর ঐ শিশুদের খেলা লক্ষ্য করছেন — পুরোহিতদের ভুলে গিয়েছেন।

Scanned by CamScanner